প্রথম প্রকাশ 'রথযাত্রা-১৩৫৮' প্রকাশক প্রদীপ বিশ্বাস মুদ্রক শ্যামল গুহ
বেঙ্গল লোকমত প্রেস ৬৮/বি শাঁখারী টোলা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪

প্রাক কথন

শ্রীমান শংকর আচার্য বয়সে তরুণ। জীবিকার জন্যে একটানা প্রতিদিন বারো-চৌদ্দ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করবার পর বাকী যে স্বল্প সময় হাতে থাকে তার কিছুটা ব্যয় হয় কবিতা লেখার চেষ্টায়। মিনিবাস চালনা যার পেশা কাব্যচর্চা তার নেশা। বর্তমান গ্রন্থ শংকর আচার্যর প্রথম কাব্যসংগ্রহ। শংকরের কাব্যচর্চা অব্যাহত থাক এই কামনা করি।

কলকাতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আমাদের শংকর

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আমরা যারা জন্মেছি। তাদের সামনে অনিশ্চয়তা আর অবহেলা ছাড়া কিছুই থাকেনি। একেবারে বহিরাগতের মত এ দেশে প্রবেশ। বিশেষ করে সাহিত্যের জগতে। জায়গা আমাদের কেউ করে দেয়নি, নিজেদের করে নিতে হয়েছে। ঠিক এই সময়েরই কবি শংকর আচার্য। আমরা যারা একটু কবিতা লেখালেখির ব্যাপারে নিজের স্নায়ুকে পীড়া দিয়ে থাকি। এদেরই একজন এই শংকর। তার কবিতায় এই সময়ের অস্থিরতা উদ্বেগ আর সংশয় বড় বেশী করে দেখা দিয়েছে। সত্তর দশকের সামাজিক ঘটনাবলী থেকে সে কখনো নিজেকে সরিয়ে রাখেনি। বাংলা কবিতার মূল বিপজ্জনক দিক হ'ল, কেরাণী মনস্কতা। সেটা তার কবিতায় অনুপস্থিত। এবং অনুপস্থিত বলেই তার কবিতা স্বাতন্ত্রে ব্যক্তিত্বে উজ্জল। অমানুষিক কায়িক শ্রম জীবিকা নির্বাহের জন্য শংকরকে করতে হয়। তারপরে যে সংক্ষিপ্ত সময় সে পায়, তা কবিতার জন্য নিয়োগ করে। প্রত্যক্ষ শ্রমের সঙ্গে সে যুক্ত বলেই, অভিজ্ঞতা তার অনেক বেশী। ভারতবর্ষে শ্রমের যে কীরকম হাস্যকর পরিণতি তা সে জানে বলেই, অহেতুক বিচ্ছিন্নতাবাদ তার কবিতায় নেই। হয়তো কখনো সারল্য এবং আবেগের আতিশয্য কাব্যগুণকে একটু বিঘ্নিত করে থাকবে। আশা করবো আগামীদিনের কবিতায় তা সে কাটিয়ে উঠতে পারবে। কবি বন্ধুর দীর্ঘায়ু আশা করি।

কলকাতা

বিমল দেব

বাবা ও মা কে

সূচীপত্র

লেনিন

সেদিন দেখা হয়েছিল কারাগারে,
সাইব্রেরিয়ার নির্বাসনে,
আর মস্কোর রণস্থলে।
এর পর থেকে তোমায় দেখেছি,
দিনরাত একটানা সংগ্রাম করতে।

কত রক্ত ঝরে ছিল রাশিয়ার বুকে,
তোমার বিজয়ের শঙ্খধ্বনি,
আজও বিশ্বের কানে বাজে,
মৃত্যুর গহ্বরে আজও যার আর্তনাদ করে।

আঘাতে আঘাতে মুমূর্ষু প্রাণ,
বেঁচে মরে থাকা হোক অবসান।
ঘোর আঁধারে নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিলে তুমি অবিচল, সুতীক্ষ্ণনয়ণ অনিমেষে।

পতন—অভ্যুদয়ের বন্ধু তুমি, যুগে যুগে ধাবিত যাত্রী,
হে-চিরমহান সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি
দারুণ বিপ্লব মাঝে, তোমার রণধ্বনি বেতুইন শোনে,
তপ্ত মরু সাহারার বুকে আর পর্ব্বত শিখরে।
ওগো সংগ্রামী বন্ধু—তুমি আজ চির নিদ্রিত,
তোমার অবর্ত্তমানে,
হাজার লেনিন, অযুত লেনিন জন্ম নেবে নিচ্ছে নেবে।

বিপন্ন

বিষন্ন ম্লান মুখ,
ব্যথিত হৃদয়,
অসহায় বিপন্ন পৃথিবী।
নিপীড়িতের করুণ নিশ্বাসে।

স্নায়ুর স্পন্দনে!
আলোড়িত শীর্ণ দেহ,
বুভুক্ষ প্রেতেরা,
অট্টহাসি হাসে হিংস্র বিদ্রূপে।

শিরায় শিরায় প্রবাহমান,
শোণিত প্রপাত!
দুশ্চিন্তা অবিরত, সংশয় জাগ্রত মনে,
দিগন্ত মরণ চোখের সামনে।

শোষকের আনন্দ,
কালের কুকীর্ত্তি,
জানিনা শেষ হবে কবে।

সেলুলার জেল

যুগ যুগধরে তুমি অনড় দাঁড়ায়ে,
সংগ্রামীর জীবন্ত সাক্ষী,
অত্যাচারী বর্বর বৃটিশের,
তুমি সেই সেলুলার জেল।

শৃঙ্খল-পরা সংগ্রামীদের,
তোমার বুকে পাঠাতো দ্বীপান্তর,
কেউ থাকতো জীবিত, কেউ যেত লোকান্তর।
তুমি রাক্ষস!
নিষ্ঠুর আন্দামান জীবন্ত সেই দ্বীপ।
তুমি হয়ে যাবে একদিন বিকল নির্জীব।

তুমি নির্দয়, সেই সেলুলার জেল,
তোমার চার দেওয়ালে শতশত,
ইটের পাঁজর আছে যত,
ভয়াল রক্ত পিপাসু নররাক্ষসের দাঁতের মত।

বুক জুড়ে আজও কত 'মা, বোনের হাঁহাঁকার,
আজও ভুলিনি সেদিনের বর্বর অত্যাচার।
আজও আছে শত শত,
বৃটিশের ঔরস জাত,
ভারত বর্ষে পুঁজিপতি যত!
শোষণ শাসন অত্যাচার দুর্বিসহ।

দুর্বার তুমি হো-চিমিন

অনন্ত অসীম দুর্বার তুমি হো-চিমিন,
তোমার সাধের ভিয়েত নাম, সায়গণ, ইন্দোচিন,
শত্রুর তাজা রক্তে সাঁতার কেটে হল আজ স্বাধীন,
বিশ্বের শত্রু লালায়িত শয়তান মার্কিন।
শত্রুকে করি খবরদার, যুগে যুগে হও তুমি,
বিশ্বের কর্ণধার !
হে-চির মহান !
বিশ্বের মাঝে তোমার কত অবদান।
বন্ধু আমার !
সেদিন দক্ষিণ দেশ হতে ভেসে আসছিল,
উড়ন্ত ঈগল গুলির,
কানে তালা লাগানো ঘর ঘর্ আওয়াজ।
মার্কিন শিকারী কুকুর গুলি,
কুড়ে কুড়ে খেয়ে ছিল,
নর মাংস আর তাজারক্ত।
আহত সর্প হয় সে ভীষণ ভয়াল ভয়ংঙ্কর,
আজ জানে ওরা মার্কিন লালায়িত বজ্জাত।
ওগো বন্ধু !
আজ কোন কাজেই আমরা ভীতু না,
দিকে দিকে জেগেছে আজ মানুষের চেতনা।
লক্ষ কর আজ মুক্তির দক্ষিণ দেশ,
ভিয়েত নামই মুক্তির পথ,
চেয়ে দেখ অনিমেষ।

মিছিল নগরী এই সেই কলকাতা

কলকাতা, কলকাতা কতকিছু আছে লেখা,
যার কাছে একদিন !
ইংরাজ নত করে ছিল মাথা
মিছিল নগরী এই সেই কলকাতা।
প্রতিবাদের ঝড় আজ চারিদিক,
সংগ্রাম জীবনের মহান সংগ্রাম,—
বেঁচে থাকার দাবী আজ,
দিনরাত মুখরিত।
হাটে, মাঠে রাস্তা ঘাটে,
গড়ের মাঠে আর শহীদ মিনারে,
চিৎকারে নেতাদের গলা ফাঁটে,।
শ্লোগানে ভরে উঠে জনাকীর্ণ এই রাজপথ,
ভীতু সন্ত্রাসে থরো থরো কেঁপে উঠে,
টাটা, বিড়লার, মস্তবড় ঐ ইমারত।
মিছিলের সামনে,
করে যদি কেউ প্রতিরোধ,
সংগ্রামীরা নেও আজ,
অন্যায়ের প্রতি শোধ ।
এগিয়ে চলো সামনে,
ভেঙ্গে ফেলো আজ পুলিশের ব্যারিকেড।
বুকে আজ নিদারুণ সর্ব্বহারার ব্যথা,
ওগো বন্ধু ! মনেকর আজ,
সেদিনের হে-মার্কেট শিকাগোর কথা।
ভেদাভেদ ভুলে, গড়ে তোল আজ সংগ্রামী ঐক্য,
সকলের সাথে আজ শান্তি ও সম্ভাব্য।

হতাশা

রোয়াকে, রোয়াকে, গল্প গুজবে,
আড্ডা জমেছে বেশ,
কিবা দিন কিবা রাত
কভু হয়না গল্পের শেষ।

প্রতিটি মূহুর্তে জীবনের চরম হতাশা,
যুব সমাজের মেরু দণ্ড আজ ভাঙ্গা।
পঙ্গুর মত অকেজো, সকল কাজে তাই আজ নিরাশা,।
নেতাদের মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ভুলে,
কত তাজা রক্ত ঝড়েছে, কত প্রান ভেট দিয়েছে হাতে তুলে

প্রতি বাদের ঝড় উঠুক চারি দিক,
ভেঙ্গে দাও আজ সমাজের নড়বড়ে ভিত।
কেন ভাবনা দিনরাত অবিরত
কেন দুর্বল ভীরুমন কেন আজ বিস্মৃত

তুমি দুরন্ত দুর্জ্জয় সূর্য্যের আহ্নিক গতি,
তুমিই প্রকৃতির প্রলয় সৃষ্টির সংহতি।
জ্বলন্ত বারুদ জ্বলছে চারি দিকে
ওরা পারিবেনা কভু এ আগুন নেভাতে।

টাটা বিড়লা

টাটা বিড়লার আকাশ চুম্বি ইমারতের নীচে,
বুভুক্ষের কাঁন্না অবিরত চারিভিতে।
এশিয়া, ইউরোপে, হাজারে হাজারে,
পসরা বসিয়েছে বিশ্বের বাজারে।

হস্তির মত দেহ আকৃতি, গরীবের রক্ত চুষে,
গরীবকে মানুষ মনে করে না ওরা,
ঐশ্বর্যের দাম্ভিকতার বেহুসে।
কত উন্নত হয়েছে এদেশ, তাক্ লাগিয়ে দেয় এরা বেশ,
ডাষ্টবিণ হতে কুকুরে মানুষে খায় কুড়ে কুড়ে,
কোথায় আছি আজ সভ্য দেশ হতে, আছি কত দূরে।

জুয়া, মদ, রেস্ তবু ওদের কালো টাকা হয় না কভু শেষ, ।
দেখ এয়ার পোর্টে, ওদের হুড়ো হুড়ি, আর টাকার গরম,
এদের অত্যাচার কর আজ খণ্ডন,
খুশিমত যায় ওরা রাশিয়া আমেরিকা লণ্ডন।

গদির লোভে মন্ত্রীরা ভয় পায় ওদের।
সাম্যবাদী আমরা, প্রতিশোধ নিতে হবে মোদের।
প্রতিবাদের ঝড় তোল দেশ ময়, তবু যদি কিছু হয়,
স্বার্থ লোভি ওরা হয়ে আছে বিষাক্ত,
ক্ষতি নাই কিছু আজ, হই যদি রক্তাক্ত।

দিল্লীর মসনদ

দূর হটো তুমি যাযাবর বজ্জাত,
ছেড়ে দাও আজ তুমি দিল্লীর মস্‌নদ।
তুমি বর্বর মার্কিণ তাবেদার,
দেখ দুর্বৃত্ত, সামনে তোমার,
বিদ্রোহীর হাতে জ্বলছে লাল মশাল।

শতাব্দীর পর শতাব্দী, শোষণ করেছো ইংরাজের সাথে তোমরা,
এর পরে শুরু
তিরিশ বছরের অপশাসন করেছো তোমরা

আমি সেদিনের জ্বলন্ত সাক্ষী,
উনসত্তর, সত্তর, একাত্তর সন,
কত মা বোনের বুকে জ্বলছে,
নিদারুণ শোকের জ্বালাতন।

সংগ্রামীর নরকঙ্কাল গুলো
নিশ্চল পৃথিবীতে পাহারারত।
আমি দেখেছি শহীদ শতশত,
ঘুরিছে যুগের চাকা বন্‌বন্‌ অবিরত।

শুনেছিলেম সেদিন মৃত্যুর করুণ কান্না কত।
এই বজ্জাতরা ভারতের আজ অভিশাপ,
বাংলার ঘরে ঘরে, আজও আছে,
সেদিনের তাজা রক্তের ছাপ।

বোনকে

তোমার কোমল হাতের কঙ্কন আজ খুলে রাখো বোন,
শক্ত হাতে ধর আজ রাইফেল।
তোমার বুকে জ্বলছে আজ শত সংগ্রামী শহীদ ভাইয়ের
নিদারুণ জ্বলন্ত আগুণ।
তুমি ফেলনা আজ অশ্রুজল, মনকর আজ দৃঢ়

তুমি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠো অনির্ব্বাণ।
সংগ্রাম জীবনের মহান সংগ্রাম শান্তিও সাম্যের জন্য।
রক্তলোভি হিংস্র জানোয়ারগুলো,
মেতেছে আজ রক্তাক্ত ভোজের উৎসবে।

ভগুের কারাগার ভেঙ্গে কর চুরমার,
মুক্ত হোক হাজার হাজার কমরেডস্।
আমাদের কত শক্তি বুঝেনিক আজ দুর্বৃত্ত।
বেঁচে থাকার শান্তির সংগ্রাম, নদীর স্রোত,
সাগরের তরঙ্গ কখনও হয়না তার শেষ।

প্রতিশোধ

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল. ঘড়্ঘড়্ বোমারু প্লেনের শব্দে,
আর বন্দুকের গুলীর আওয়াজে।
সামনে পড়ে আছে শত শত সংগ্রামী বন্ধু,
মৃত্যুর সাথে জীবন মরন সংগ্রাম করছে।
কমরেডস্! তোমরা ভেবনা!

রাইফেল ধরতে আজ আমরা শিখেছি,
তোমাদের পড়ে থাকা কাজ, শেষ করব আমরা আজ।
প্রতিশোধ নেব অত্যাচারির তাজা রক্তে।
প্রতিটি শিরায় প্রবাহিত রক্তের স্রোত।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি থেমে বুঝি যাবে আজ!
এই নিদারুণ বিদ্রোহের মাঝে।
আপন পর সবাই যেন আজ বন্ধু,
লক্ষ্য সবার আজ এক, শুধু মুক্তি।

প্রকৃতি যেন মেতেছে উন্মত্ত উন্মাদ।
বিষাক্ত বায়ুতে বারুদের গন্ধ,
চার দিকে পরে আছে শহীদেরা চির-নিদ্রিত।
উত্তেজিত শহীদের নর কঙ্কালগুলো,
মনে হয় আজ তাহারা যেন প্রতিশোধ নিতে জীবিত।

সংকেত

কিছু লিখবো সংক্ষেপে,
শত্রু আৎকে ওঠে বিপদের সংকেতে।
ঝাঁকে ঝাঁকে, মেসিন গানের গুলি
মানুষখেকোরা !
তোমাদের রক্ত দিয়ে খেলবো আজ হো'লী

অত্যাচারীর মুখে শুধু,
বৃথা সমাজতন্ত্রের বুলি।
বজ্জাত মেকি সাধু সেজে,
গদির লোভে আস তোমরা,
সাম্রাজ্যবাদী দালালের দল।

মৃত্যুর শেষ সীমানায় দাড়িয়ে,
লড়াই করে যাবো,
ছাড়িবনা তবু, স্বাধিকার কভু,
বুক ভরা আছে দৃঢ় মনোবল।
এবার এসেছে !

তোমাদের পিছু হঠার দিন,
চেয়ে দেখো বজ্জাত,
তোমাদের সামনে কে !
উত্তরে মা-ও, দক্ষিণে হো-চিমিন।

বিশ্ব দরবারে দাঁড়ায়ে,
বিচারক আছ যে তুমি !
মানুষের কল্যাণকামি,
হে-মহা মানব ইলি্চ।

শোনরে কৃষক শোনরে শ্রমিক

শোনরে কৃষক শোনরে শ্রমিক, শোনরে সর্ব্বহারা,
বুভুক্ষের বুকে জ্বলছে ক্ষুধার তীব্র দহন জ্বালা।
তুমি গর্জ্জে উঠো সর্ব্বহারা।

পদাঘাতে ভেঙ্গে দাও স্বৈরাচারীর রাজতন্ত্রের মসনদ,
শ্রমিকের রক্তে গড়া, শয়তানদের ঐ আকাশ ছোঁয়া ইমারত।
শোনরে কৃষক ভাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই,
মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছে জমিদার কসাই।

নিতে হবে প্রতিশোধ, করিতে হবে আজ এদের প্রতিরোধ,
যদি ভেসে যায় রক্তে গঙ্গা, ক্ষতি নাই আজ হয়ে থাক,
দুর্বৃত্তের হাত থেকে, তবু দেশ বেঁচে থাক,
রক্ত শুধু তাজা রক্ত দিতে হবে আরো আজ।

তুমি জোট বাঁধ তৈরী হও. হাতিয়ার আজ তুলে নাও,
জীবিত মৃত্যু থাকা হউক অবসান, শত্রুকে করি সাবধান।
গোলামির দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে দাও,
মুক্তির বিজয় নিশান হাতে তুলে নাও।

আমি শুনেছি ! তুমিও কাণ পেতে শোনো !
মুক্তি বিজয়ের মুক্তি, রক্তে ভেজা এমাটি তোমার আমার,
আবার তুমি রক্তাক্ত, জমি সবুজ করে তোলো,
সোনালী ফসল আর বীজ ধান বোনো।

আমি রক্তাক্ত

আমি রক্তাক্ত, চলেছি দুর্গম রক্ত পিচ্ছিল পথে।
জানি হাজার বিপদ আমার সামনে,
এড়িয়ে যাবনা তারে।

ভল্লার উচ্ছ্বাসে শোণিতের স্রোত
সূর্য্য চাঁদে যেন দাগে আজ তোপ।
আকাশের বুকে যেন উল্কার সন্ত্রাস,
বুকে আজ জ্বলছে, বিদ্রোহের দারুণ জ্বালা।

পৃথিবী থমকে দাঁড়াবে না
মেসিন গানের আওয়াজে,
আর শয়তানের চিৎকারে।

ভাল্‌দিমীর,—তুমি শান্তিতে ঘুমাও
সময় হলে, তোমাকে ডাকবো,
উঠে দেখবে—সামনে দাঁড়ানো,
নীপিড়িত ভারতবর্ষে—,
লাল শাড়ী পড়া, লাল টুক্‌টুকে এক মেয়ে!

নীপিড়িত ক্ষুধার্ত্ত, সর্ব্বহারার বুকে প্লাবণের কান্না
এই গঙ্গা ভেসে যাবে, বজ্জাত শয়তানের শোণিতের বন্যা।
যুগ যুগধরে শোষন পীড়নে, শোষিত আমরা ভারতবর্ষে,
বৃটিশের জারজ সন্তান, এইপুঁজিপতি, আর মন্ত্রীদের কাছে।

সুকান্ত স্মরণে

হে কবি সুকান্ত,
কখনও অশান্ত কখনও শান্ত,
লেখার সংগ্রামে কখনও হওনি তুমি ক্লান্ত।
তোমায় হারায়ে হয়েগেছি দিক্‌ভ্রান্ত।
তুমি নির্ভীক সৈনিক দিকদিগন্ত,

লক্ষ সুকান্ত অযুত সুকান্ত,
বিশ্ব মাঝে তুমি অমর জীবন্ত।
সাম্যবাদের প্রতীক! তুমি ধ্রুব তাঁরা
রাজপথ ভেসেগেছে, সংগ্রামীর, শোনিতের ধারা।

শৃঙ্খল পড়া সংগ্রামী কারাগারে গর্জায়,
অত্যাচারের কষাঘাত অস্থি মর্জ্জায়!
তোমার হাতের কলম, খরতরবারি আজ ঝল্‌সায়।
তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে,
পারিযেন লক্ষ্যে পৌঁছিতে।
চোঁখের তারায় ভেসে ওঠে সুকান্ত শত শত,
আমি যেন তোমায় স্মরণ করি অবিরত।

বাংলা দেশ

ঢাকা, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম ফেণী,
সে-দিন উত্তাল তরঙ্গে মেতেছিল পদ্মা উন্মাদিণী।
পদ্মা মেঘনার উজান বেয়ে এসেছিল,
হানাদার খাণ সেনা পাকিস্তানী।

দিনরাত ঘর্ ঘর্ শব্দে, বোমারু বিমানগুলি,
ঘর, বাড়ি সবুজ খেত করলো পোড়া মাটি।
সেদিন মধুমতীর তীরে,
বন্দুকের গুলির আওয়াজ,
পৌঁছিল সংগ্রামী মানুষের কানে।

বর্বর ইয়াহিয়া নির্বোধ মূর্খ,
কৌশলবাজেরা বাঁধালো যুদ্ধ।
মানে না মানা, মুক্তি সেনা,
দেশ হতে তাড়ালো কুচক্রি দুর্বৃত্ত।

নূতন জন্ম নিল সে, বাংলা আজ মুক্ত।
নূতন পোষাক পড়ে দাঁড়ানো,
আজ তাকে দেখতে লাগে বেশ,
আজ নাম তার বাংলাদেশ।

সত্তর দশক

রক্তে ভেজা এই পথ, পিছলে পড়ছি বারে বারে,
অনেক হেঁটেছি দুর্গম পথে,
তাই আজ ক্লান্তি আর অবসাদ।
হতাশার মাঝে আসে কিছু প্রেরণা,
মনে আসে না কখনও অনুশোচনা।

অভিসার আজ কালো আঁধারে,
দিক দিগন্ত দুরন্ত চক্রবালে।
মুমূর্ষু সংকীর্ণতা ভয় করিনা তারে,
আসুক যত বাঁধা আমার সামনে।

চির বাস্তব এই সত্তর দশক, দেখছি আমি নীরবে,
মধ্যযুগিও অত্যাচার আজও আছে ভারতবর্ষে।
বৃটিশের জীবাণু লুকিয়ে আছে, জমিদারের রক্তে।

কলে কারখানায়, খেত-খামারে,
জমিদারের আমানুষিক বর্বর নির্যাতনে।
ট্রাই ব্যুনালের আচমকা, মিসা, আর কালা আইনের সাজা,
পুলিশের কড়া চাবুকের কষাঘাত, রাইফেলের গুলি।
গুণ্ডারা দেশটাকে, করেছে কসাই খানা।
ভেঙে দাও, এদেশের সংবিধান আর আদালত,
কোন কোন নেতা মন্ত্রী হয়েও জালিয়াৎ।

জেরুজালেম

এই পথ দিয়ে আর একটু চলো,
সামনেই দেখতে পাবে জেরুজালেম,
আর জর্ডন নদী।
নীরব সাক্ষী জেরুজালেম,
শোণিতের দাগ ঘরে ঘরে,
খর তরবারি নিষ্ঠুর রোমের হাতে।

মেশয়ার চোঁখে কি যেন ভাসে,
কানে সুর বাজে, নর কঙ্কালের আর্তনাদের।
মৃত্যুর শেষ সীমানায় দাঁডায়ে,
যীশু হে-ঈশ্বর ক্ষমা কর,
এদের, এরা বোঝে না কিছু।
জীবে প্রেম ভালবাসা, সক্রিয় কাজে,
ফেলনা অশ্রু জল,
আমি আছি তোমাদেরই মাঝে ।

জেরুজালেমের ঘরে ঘরে,
কাঁন্নার সুর ভেসে আসে,
অকারণে কত প্রাণ দিতে হল।
নিষ্ঠুরের হাতে।
ক্রুশ তুমি নিশ্চল দাঁড়ায়ে ;
মহামানবকে ফেলছো তুমি আজ হারায়ে,
রোম যাজক হাত ধুয়ে পাপ মুছে ফেলছে।

যদি আমি চলে যাই বিশ্ব হতে

যদি আমি চলে যাই,
এ বিশ্ব হতে,
তবু আমি বেঁচে থাকবো
তোমাদেরই মাঝে।

বিপ্লবী প্রাণে তাই,
বিদ্রোহ জাগে সর্বদাই।
স্নায়ুতে জাগে মোর তীব্র স্পন্দন,
সকলের মাঝে আমার মৈত্রী বন্ধন।

দিকে দিকে গড়ে তোল,
লাল দুর্গ,
তোমাদেরই মাঝে বন্ধু,
আমার শান্তির স্বর্গ।

যদি আমার পরে থাকে,
বাকি কোন কাজ,
শেষ করিও তোমরা বন্ধু,
বলে যাই আজ।

পৃথিবী যদি হয়ে যায় শান্ত,
জীবনের সংগ্রাম হবে না তবু মোর ক্ষান্ত
আসেনা কভু যেন,
তোমাদের মাঝে ভীরু নীরবতা,
হয়তো যাবার,
এসে যাবে বারতা।

দারিদ্র্য

আকাশের বুকে আজ কেন
রক্তিম আভা ?
শরতের মেঘে আজ যেন গভীর সন্ত্রাস।
দিনান্তের ক্লান্ত রবি, অস্তাচলে যায় দিগন্তে,
অবসন্ন দিনের শেষে সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসে,
জরাগ্রস্থ পৃথিবীর বুকে।
প্রেয়সী বসে আছে পথ চেয়ে,
জীবনের রুদ্ধ দ্বারে।
হয়ত ফিরে যাব তার কাছে খালি হাতে !
জীর্ণ বসন শীর্ণ শরীর,
অনাহারে চলেছে দিনগুলি।
হয়ত কখনও ! ভাগ্যে জোটে !
আধ-পেটি ভাত, আর আধ-পোড়া রুটি।
তবু যেন তার মুখে শুধু অম্লান হাসি !
দারিদ্র্য যেন মানুষের চির শত্রু !
অভাবে পারিনি এক ফোঁটা ঔষধ দিতে,
পীড়িত প্রিয়ার মুখে !
ভাল বাসাই যেন !
পীড়িত প্রিয়ার ডিগ্রিধারি ডাক্তার।
এইতো ভাল আছি— !
কে বলে আমি রিক্ত নিঃস্ব ?
আসেনা কখনও মনে হতাশা সহসা !
কাঁদেনা নয়ণ কোণে শ্রাবণের বরষা,
আমি আজ আগামী দিনের মুক্তি প্রতীক্ষায়।

চীনের প্রাচীর

নীরব সাক্ষী চীনের প্রাচীর,
কত রক্ত ঝরেছে রাজ পথে।
কত শহীদের শব কুড়ে কুড়ে খেয়েছে,
বর্বর চিয়াংকাইসেক্ শৃগাল শকুনে।
পিকিং তুমি দুরন্ত নির্ভয় নিশ্চল দাঁড়ায়ে,
কভু দুর্বল নয় তুমি মাও কে হারায়ে।
সাম্যের উজ্জ্বল ধ্রুব তারা, উত্তরাকাশে তুমি জ্বলো,
আমাদের দেখাও তুমি কালো আঁধারে আলো।
কলে কারখানায় ক্ষেত-খামারে,
তাক্ লাগিয়ে দিয়েছো আজ বিশ্বের চোখে।
তোমার দুর্জ্জয় ঘাটি,
বিপুল শ্রমের স্বার্থক তুমি নিরেট খাঁটি।
পর্ব্বত শৃঙ্গ চূড়ায় তোমার বিজয় কেতন, শৃঙ্গ
শান্তির দূত বিজয় বারতা নিয়ে
হাজির বিশ্বের দরবারে॥

জ্যোতিষী

হাত দেখে বলে গেছে জ্যোতিষী,
নিতে হবে গ্রহ রত্ন মাদুলী,
টাটা, বিড়লা, চরথ রাম,
যদি হতে পারি ক্ষতি কি ?
যদি হয় গ্রহের ফের খণ্ডন,
উড়ে যাব আকাশে ডলারের দেশে
রাশিয়া, আমেরিকা লণ্ডন।
হতে পারি যদি আমি ব্যবসায়ী ধনী
খাদ্যে ভেজাল দিয়ে, মুনাফা লুটে হব নামী, দামী।
কালো বাজারীতে ভরে দেব দেশটা,
দিনরাত শুধু তাই করে যাই চেষ্টা।
মন্ত্রীও হতে পারি অথবা সোনার ব্যবসায়ী।
রেসের মাঠে, অশোকা ও গ্র্যাণ্ড হোটেলে
ভয় করবে সবে, চুপ হয়ে যাবে আমার দাপটে,
মন্ত্রীরা সবে আমায় আজ্ঞাবাহী হবে।
সাংবাদিকরা ছুটোছুটি করবে, ধরণা দিবে আমার দ্বারে
বৃহৎ কাগজে, বড় বড় হর্‌ফে,
দেশবাসি হবে কত মুগ্ধ,
দিন রাত লিখে যাবে সাংবাদিক,
লেখকরা হবে না তবু উৎক্ষিপ্ত ॥

ক্ষুধার্ত্ত

ঐ দেখা যায়, জমিদার বাড়ীর সদর দরজায়
ক্ষুধার্ত্ত লোকটি হাত পেতে ভিক্ষা চায়।
বুভুক্ষের কত কাতর মিনতি, সমাজে বেঁচে থেকে খেতে পায় না,
তাই আজ তার বুকভাঙ্গা কান্না।

অবিরত জ্বলে মরি, আর মুক্তির দিনগুনি,
চারদিকে ক্ষুধার্ত্তের করুণ কান্না,
দুরু দুরু করে বুক, আমি কান পেতে শুনি তার ভাষা।
শুনে নাও পুঁজিপতি ধনীরা
তোমাদের নীতি কত সর্বনাশা
সামনেই মুক্তি, প্রতিশোধ নেবে এই বুভুক্ষ সর্ব্বহারা।

সদর দরজায় ক্ষুধার্ত্ত কাঁদে,
দেখ ঐ জমিদারের দোতালায়—,
মস্‌গুল তারা হাসি ও নেশায়।
নানা সুরে পশ্চিমী রেকড্‌ বাজে,
তালে তালে কুৎসিত নগ্ন নৃত্য করে।
মাঝে মাঝে মুখে গ্লাস তুলে,
Vat-69 গেলে।

ওগো বন্ধু আমার!
আমায় তুমি দেখতে পাবে,
সর্ব্বহারার মাঝে আর সশস্ত্র সংগ্রামে!
ওগো সংগ্রামী সাথী!
এ-সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম
চাই আজ সকলের ঐক্য
এগিয়ে আসো সামনে
নাও আজ সবে মুক্তি মন্ত্র।

নির্বিকার দেশটা

নির্বিকার দেশটা।
আজ মহাপ্রায়াণের পথে,
যেন ধ্বংসের স্তুপে দাঁড়িয়ে।
কখনও কেঁপে ওঠে থর থরে,
প্রজ্বলিত দাবানলের শিখা জ্বলে অনুক্ষণ।

জনহীন সুদূর প্রান্তরে,
বাতাস বিদ্রোহ করে,
ঝাউ শাখে শাখে।
তাদের বিদ্রোহে সারা জাগে সীমন্তে।

শোন বন্ধু ওগো সর্ব্বহারা
দুর্গম পথের যাত্রী আমি।
মহাকালের দুত অবিরত
দিচ্ছে পাহারা।

ঘাত-প্রতিঘাত

জীবন মরুর বুকে কেন আজ উষ্ণ প্রস্রবণ,
নির্ঝরণীর কল্লোলিত অশ্রুজল প্রপাত।
মহাশূন্যে চাঁদ কেন বিদ্রুপের হাসি হাসে,
ক্ষণস্থায়ী আনন্দ এক অসহ্য বিশ্বময়।

সকলের অলক্ষ্যে হারিয়ে গেছে আজ সে,
আগ্নেয় গিরির বিস্ফোরণ শিরায় শিরায়,
অগ্নি স্ফুলিঙ্গ শিখাজ্বলে লেলিহান,
জানা অজানাকে আজ খোঁজে না কেউ।

ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জ্জরিত, কেন আজ এত মর্মান্তিক।
কুরুদানবের কালোছায়া, তাণ্ডবে মেতেছে,
অব্যক্ত সে অপ্রত্যাশিত, নিদারুণ ব্যর্থতার চরম কষাঘাতে
কলুষিত জীবন আজ, অবগুণ্ঠায় ভরা সমাজে।

ক্ষীণ ম্লান হাসি একটু ফোটে মুখে. ক্ষীণ
বারেক ক্ষণিক কভু আশা জাগে মনে।
নৃশংসতার ব্যথা তাই চরম বিপর্যয়ের শেষসীমা,
আকাঙ্খিত নই আজ ভীরু করুণার।

বিষময়

বিষময় জীবনের অলক্ষে বিদ্রূপ,
উৎতপ্ত মরুর পথে,
পথ হারা সাহারায় কেন এই পথিক ?

দিতেছে পাহারা,
যেন নিয়ত কালের দূত।
ভাবনার অন্তরায় কেন বিপরীত।
শিরায় শিরায় স্পন্দন অনুভূতি
অগ্নি বন্যার দাবানল জ্বলে অনুক্ষণ।

ফেনিল ঢেউয়ের রাশি, উত্তাল-তরঙ্গে।
তিমিরে আর্তনাদ করে কে ?
তলিয়ে গেছে সে অতলে।

ঝিল্লীমুখর নির্জন বিজনে,
পথ হারানো কুহেলীর আঁধারে,
নিহারিকা দেয় পাহারা, শূন্যকক্ষ পথে।

ক্রুর হাসি হাসে মরু দৈত্য,
অজানা ভয় জাগে ঘাত প্রতিঘাতে।
অনাড়ম্বর সৈকত নিশ্চল দাঁড়ায়ে,
নাবিকের ইঙ্গিত দাড়ান ঐ মাস্তুল।
জরাগ্রস্ত পৃথিবী কাঁদে,
নিষ্ক্রীয় মৃত্যুর গহ্বরে।

বিক্ষোভ

হায়রে—দুর্ভাগা দেশ!
বৃথা জন্ম নিলেম তোর বুকে,
এই ভিখারি দেশে।
অভাব যেন করেছে গ্রাস,
দুর্ভীক্ষের দানব প্রতি ঘরে ঘরে।
জন্মিয়েই চোখে পড়লো
রেশন কার্ড আর রেশন ব্যাগ।
অহরহ দেখি শুধু চেয়ে
রোদ বৃষ্টি ঝড়ে, রেশন দোকানে,
লাইনের পর লাইন—,
ভিক্ষার ঝুলি হাতে দু'পায়ে দাঁড়ায়ে,
পঁচা আতপ চাল আর আটা ময়দা মাইলো ভূষী,
এই পেয়ে হতভাগ্যরা আজ যেন মহাখুশী।
মা বাবা জীবিত থাকতেই প্রতিদিন হবিষ্যি করি।
আহামরি—কোন দেশে বাসকরি।
কাঁকর মেশানো আতপচালের
ডালভাত চট্‌কিয়ে, হবিষ্যি করি।
কঙ্কাল সার লিক লিকে দেহগুলি,
ক্ষুধার জ্বালায় ধুকছে প্রাণ, মৃত্যুর দিনচলছে গুনি।
এই দারিদ্রের মুক্তি আর কত দুর।
চারদিকে আজ ক্ষুধার্ত্তের করুণ কান্নার সুর,
ওরে ধনী শোনরে দুর্বৃত্ত, হয়ে উঠেছো আজ কেন উৎক্ষিপ্ত!
তোদের কালোটাকার গাড়ীর চাকায়
আজ যে গরীব পিষ্ঠ!
তাই মনে আজ দারুণ বিক্ষোভ
বুভুক্ষ সর্ব্বহারা নিবে প্রতিশোধ।

বিদ্রোহী

কমরেড !
জানি শহীদ হতে হবে, দারুণ বিপ্লব মাঝে !
যদি পার লাল কাপড় দিও মুড়ে নিঃস্পন্দনশবে
আর রক্ত পতাকা বুকে।
—আমি বিদ্রোহী !
মৃত্যুর পর পারে দাঁড়িয়ে,
তবু বিদ্রোহ করবো !

স্বৈরাচারী জনগণের মৃত্যুর দূত
ওরা কেড়ে নিয়েছে ক্ষুধার্ত্তের মুখের অন্ন,
ভেঙ্গে দিয়েছে সমাজের মেরুদণ্ড।
ডলারের দেশের তাঁবেদার,
ওরা নর রাক্ষস রক্তের লোভে আজ উন্মর্ত্ত,।

পদাঘাতে ভেঙ্গে দাও, এই রাষ্ট্র যন্ত্র !
নাও সবে আজ মুক্তি মন্ত্র।
বুভুক্ষর পেটে নাই আজ ভাত,
ভাঙ্গো আজ মার্কিনী পোষাকুকুরের বিষ দাঁত।
নুতন ভারত গড়ে তোল,
ভিয়েতনাম চীন, হয়েছে যেমন,
পর্ব্বত শিখরে উড়াও বিজয় কেতন।

প্রহসন

ইলেক্‌সন নয় সিলেকসন,
সর্বশান্ত আজ জনগণ।
আসে এরা পাঁচ বছর পরে
রাজনৈতিক ফেরিওয়ালা
ঘুরে ঘরে ঘরে।

আমার চোখে দেখা নির্বাচন,
নির্বাচনের প্রহসন।

ছুটো ছুটি করে এরা হয়ে হন্ত দন্ত।
হায়রে—আমার গণতন্ত্র!
ক্ষুধার জ্বালায় গরীব মরে,
নির্বাচনে কি হবে?
ঘরের মধ্যে কাল সাপ,
ভাঙ্গতে হবে বিষ দাঁত।

হানা

মানেনা মানা, চারদিকে আজ
শত্রু দিয়েছে হানা।
একোন যাত্রী দিনরাত্রী পারাবার দুরন্ত নাবিক।
প্রতিবাদের ঝড় আজ, বিশাল জনস্রোত
আমাদের মাটি হতে তুলে নাও
তোমার ভগ্ন পোত।

চারদিকে আজ মেসিনগানের আওয়াজ
জানি শোণিতের স্রোত প্রবাহিত হবে,
উৎক্ষিপ্ত জনসমুদ্রে আজ।
যুগ যুগ ধরে শোষণ পীড়ণে

রক্তাক্ত আমরা নিপীড়িত আজ······
ভেঙ্গে ফেল আজ দাসত্বের শৃঙ্খল
সংগ্রামের পথই মুক্তির পথ।
হাতে তুলে নাও আজ হাতিয়ার
ফেলনা অশ্রুজল, দেখনা কভু পিছে সাম্যবাদীরা

এগিয়ে চল, সামনেই মুক্তি
দিতেছে ইসারার সংকেত।

মহাকাজ

ঝঞ্ঝা পীড়িত সারারাত,
বজ্রে বিদ্যুতে ভয়ঙ্কর সংঘাত।
সারারাত যেন এক ভীতু সন্ত্রাস।
ভোর হল ঐ পূব আকাশে,
আজ মেঘ মুক্ত!
প্রলয়ের পরে আজ আমি রিক্ত।

সব যেন ধ্বংসের স্তূপ!
আমি প্রলয়ের সাক্ষী!
আমি নিশ্চল দাঁড়ানো।
পৃথিবী কাঁদে!
শহীদের শবগুলো পড়ে আছে চারদিক!
চোখের দৃষ্টি যায় যদ্দুর,
ঝড় আজ থেমে গেছে,
চারদিক ঝলমল সকালের রোদ্দুর।

ধ্বংসের পরে সৃষ্টি।
তাই সৃষ্টির প্রসব বেদনা আজ।
হও সবে সজ্য বদ্ধ, মন কর আজ দৃঢ়।
আজ সকালে ভুলে যাও বাদ প্রতিবাদ।
আজ যে আমাদের হাতে, দেশ গড়ার মহান কাজ

কৃষ্ণচূড়া

দেখ ঐ কৃষ্ণচূড়ায়
লাল আগুন (লেগেছে)
কালবৈশাখীর তীব্র বেগে
বিদ্রোহী তাই গর্জে উঠেছে।

কালো মেঘের ঘনঘটা
গগনভেদী আর্তনাদ
বিদ্রোহী লাল মশাল হাতে
হয়েছে আজ উন্মাদ।

দিকে দিকে ছড়িয়ে গেছে
লাল অগুনের লোলহান
ঝড়ের সাথে লড়াই করে
সংগ্রামী তাই হয়েছে মহান।

চারদিক পৌঁছে গেছে বিজয়েরই বার্তা
জীবন মরণ লড়াই করে
রেখেছে জাতির সত্ত্বা।

তোমার গর্বে ভরে গেছে মোদের মন
হাতছানি দিয়ে নাও মোরে কাছে,
করি তোমায় মধুর আলিঙ্গন ॥

পয়সট্টি সন

ক্ষণিক নিভৃতে জেগেছিল মনে একটু প্রেম।
দুইয়ে এক হয়ে, গেছি প্রেমে হারিয়ে,
চুপিসারে প্রেম যেন হাত দিল বাড়িয়ে।
প্রণয় ভালবাসা। সেদিনেই প্রাথমিক,
বিপদের সংকেত, সাইরেন বাজালো চারদিক।

নির্দয় রক্তাক্ত পয়সট্টি সন!
দুর্গম পথে রাইফেল হাতে,
দুর্‌'ত্তকে করি প্রতিহত।

অতর্কিতে খানসেনা, চারদিক দিয়েছে হানা,।
শপথ নিয়েছি শত্রু তাড়াতে
আমি দুর্ব্বার নির্ভীক সৈনিক!
শত শত হতাহত, দিনরাত হত দৈনিক।

শোনো কৌশলবাজ!
ইয়াহিয়া, জুলফিকার আলী!
তোমাদের অস্ত্রাগার হয়ে যাবে খালি।
আমাদের ঘাঁটি হতে চলে যাও,
তোমাদের কালো হাত তুলে নাও।

পচাত্তরের মা

আমি আক্রান্ত, আমি রক্তাক্ত,
আমি চির বাস্তব,
জীবন্ত এই সত্তর দশক।
সেদিন মেতে উঠে ছিল তাণ্ডবে, পুলিশ গুণ্ডা দুর্বৃত্ত,
তোমাদের পিছে শতাব্দীর অভিশাপ,
ঘুরিছে দিনরাত অবিরত।

আমি সেদিনের জ্বলন্ত ইতিহাস।
আজও আছে আমার গলায়,
সেদিনের শাণিত অস্ত্রের দাগ!
জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তে যেন, নিদারুণ সংঘাত।
সংগ্রামী জীবনে বার বার, আসে তাই ঘাত প্রতিঘাত।

নেমে আসছিল পচাত্তরের পচিশে জুন,
ভারতের বুকে কালরাত্রী,
(আমি সেদিনের দুর্গম পথের যাত্রী)।
স্বৈরাচারীর জুলুম মিসা আর কালাআইনের সাজা,
প্রতি ঘরে ঘরে গুণ্ডা, সি আর পির, সন্ত্রাস।
জর্জরিত শোকে কাতর, হাজার হাজার শহীদের মা।
মনে পরে হিটলারের
গ্যাস চুল্লীর কথা ?
হাজার হাজার ইহুদির, জীবন্ত মৃত্যুর নিদারুন ব্যথা।
ভারতের বুকে সেই হিটলারের ঔরসজাত এই বজ্জাতেরা,
সেদিন রক্ত বন্যায়, হয়ে উঠে ছিল উন্মাদ!

আজও চোখে ভাসে সেদিনের ভয়াল খুনী কালো হাত।
শশ্মানে পরিণত দেশটা আজ,
কবে শেষ হবে এই স্বৈরতন্ত্ররাজ।

আমার নজরুল

বিদ্রোহী তোমার অস্ত্রাগারে হয়েছে বিস্ফোরণ,
তোমার খত স্থানের শোণিতের স্রোতের বিন্দু বিন্দুতে,
জন্ম নিয়েছে লক্ষ বিদ্রোহী অযুত বিদ্রোহী।
তুমি সাগরের উত্তাল তরঙ্গ, আকাশ নিঃসীম,
তুমি দুর্বার গতি অনন্ত-অসীম।

আজ তুমি চির নিদ্রাভিভূত,
বিপ্লবীর প্রাণে তুমি জাগ্রত।
দুরন্ত ঘূর্ণীর সঙ্গে তোমার,
নেই যে চলার কভু বিরাম থামার।
আমি শুধু চেয়ে থাকি অনিমেষ,
সুরুতেই আজ কেন, হয়ে যায় শেষ।
পৃথিবী কাঁদে, তুমি আজ চির নিদ্রিত,
উৎতপ্ত-মরুর পথে, চলেছি আমি বিনিদ্রিত।

দারুণ বিপ্লব মাঝে, হাতিয়ারে দেই সান,
বিজয়ের শঙ্খধ্বণি, কণ্ঠে তোমারি জয়গান।
চিরদিন রবে তুমি অমর অম্লান।

লৌহ কপাট

তোমার বাহুতে অশেষ শক্তি ;
তুমি ভেঙ্গে ফেল,
শত্রুর কারাগারের লৌহ কপাট।
তুমি সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মত,
ধাপে ধাপে এগিয়ে চল।
কভু হয় না যেন দুর্বল্ ভীতুমন,
ভাবনার অন্তরায় আজ শুধু বিদ্রোহ।

তুমি দুরন্ত ঘুর্ণী, প্রলয়ের প্রতীক !
ওগো বন্ধু !
দেখ আজ চারিদিক কালো আঁধারে দানবের নৃত্য।
ওরা যে হাসছে ও হাসিতে যেন উপহাস, বিষ ছড়ানো,
এ বাতাসে যেন শ্বাস অবরুদ্ধ।

যতই করুক ওরা অপকৌশল,
দিবে হয়তো ওরা মরণ কামড়
শয়তানদের শেষ অস্ত্র পুলিশ, মিলিটারী,
চার দিক কর আজ ব্যাড়িকেড,
আমরাও আজ অস্ত্র চালাতে জানি ॥

ডাক এসেছে

(দীপক ভাওয়াল কে)

কেন মা আজ তোমার দুর্ভাবনা ?

তুমি একবার চেয়ে দেখ হাজার হাজার শহীদ মায়ের বুকে আজ
আজ কত নিদারুণ জ্বালা।

আমার ডাক এসেছে, যেতে আমার হবেই।

চোখের সামনে কাল রাত্রি মৃত্যু যন্ত্রণায় গোঙায়।

শিকারী কুকুর গুলি উন্মত্ত হয়েছে, বিষ দাঁতের দংশনে রক্ত ঝরে।

আশার আলো জ্বেলে বুঝি ভোর হলো।

এই পথ দিয়েই মিছিল আসছে, নুতন খবর নিয়ে—আমি এদের
সাথে যাবই।

এরা মানুষ—অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এরা কাজ
করতে জানে

আমায় আজ বাঁধা দিওনা। আমার ডাক এসেছে আমি যাবই।

বঞ্চিতের ক্ষোভ

আকাশে আজ যেন দারুণ সংঘাত।
ঘন কালো মেঘে বিদ্যুতের সন্ত্রাস।
সাগরের ঢেউ উত্তালে নাচে,
ভেসে আসে কানে ঝড়ের পূর্বাভাস।
দুরন্ত ঘূর্ণীর দাপটে,
ভেঙ্গে যাবে ধনীর প্রাসাদের লৌহকপাট।
কখন এসেছিল, কখন চলে গেছে।
আমার জীবনের শীত বসন্ত,
আমি তা জানি না।
আমার প্রাণে ক্ষুধার্ত্তের দারুণ ব্যথা,
আমি বিলিয়ে দিয়েছি সুখ সচ্ছলতা।
চোখের সামনে নাচে,
বুভুক্ষ প্রেতেরা।
বিলাসিদের প্রাসাদের নিচে,
ফুটপাতে কাঁদে মৃত্যু যন্ত্রণা।
হাত পেতে দ্বারে দ্বারে,
কতকাল এমনি যাবে,
জোগাতে মুখের অন্ন।
ফুটপাত জানে, আজ এখানেই গরিবের স্বর্গ
ডাষ্টবিনে ডাষ্টবিনে লেগে গেছে উৎসব,
কুকুরে মানুষে একসাথে খায়।
বিকৃত সমাজের লোকগুলো,
নাকে রুমাল দিয়ে হেঁটে চলে যায়
এই বুঝি সভ্য সমাজের সভ্যতা ?
নাই বুঝি তোমাদের আজ কোন লজ্জা।

ভাববাদি লেখকদের প্রতি

ভাববাদি লেখকের, ভাব প্রবণতা !
সমাজের জন্য নাহি তাদের মাথা ব্যথা ।
পুজি পতির তাবেদার,
আবোল তাবোল লিখে,
নেয় পুরস্কার ।

যদি কোন সাম্য বাদি,
স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখে,
বিরোধিতা করে এরা সমালোচনা তর্কে !
ছাপা হয় বড় বড় হরফে
নামি দামি সংবাদ পত্রে ।

পুজি পতিরা যুগ যুগ ধরে,
করে এসছে এদের প্রভুত্ব ;
ভাববাদি লেখক আর সাংবাদিকরা,
পুরস্কারের লোভে,
চিরদিন করে আসছে পুজিপতির দাসত্ব ।

লাল ফৌজ

(দিল ব্যানার্জীকে)

দুরন্ত অশ্বের খুড়ে তীব্র বেগ,
রাইফেল গর্জে ওঠে চলো যাই কমরেড !
দিকে দিকে গর্জে ওঠো, তুমি লাল ফৌজ,
দেশ আজ মুক্ত হউক ।

উরন্ত বাজ ডানা ভেঙ্গে পরে সোনালী খেতে,
পৃথিবী যেন উন্মাদ !
চমকিত তরিৎ সবুজ ঘাসে,
থেমে গেছে আজ কোলাহল !
যেন আজ শ্বাস অবরুদ্ধ ।

আসেনা বসন্ত রক্ত পলাশের ডালে,
ডাকেনা কোকিল আর, আজ তার কণ্ঠ থেমে গেছে
দেবদারু আর পাইন বৃক্ষের নিচে,
বিশ্রামরত আমি সৈনিকের বেশে ।

তুষার শুভ্র চাদরে মৃত পৃথিবীর মৃতদেহ ঢাকা !
কানে ভেসে আসে, উন্মত্ত হায়নার চিৎকার ।
কালো মেঘে ঢেকে গেছে,
আলো নাই উজ্জ্বল চাঁদে
অত্যাচারের বিরুদ্ধে,
চাঁদেও আজ যেন বিদ্রোহ জাগে ।

ঋণ

তোমার বক্ষ আবরনীর নিচে,
আমার জন্মের পূর্বে হতে,
রেখেছো আহার আমার সঞ্চয় করে।
জঠোর যাতনায় তুমি দিন রাত,
করে ছিলে আর্তনাদ।

আঁধার গুহায় ছিলেম যত দিন,
পলে পলে হলো তোমার শরীর দুর্বল ক্ষীণ।
অন্ধকার গহ্বরে, তোমার রক্ত চুসে,
হলেম পূর্ণাঙ্গ রিষ্টপুষ্ট।
সৃষ্টির প্রসব বেদনায়,
পৃথিবীর বুকে হলেম আমি ভূমিষ্ঠ।

নুতন পৃথিবীতে নুতন মেলামেশা,
সেই দিন হতে।
হলেম আমি রক্ত চোষা।
চেতনা আশার পরে,
কিছুদিন কাটে তোমার,
আনন্দে হর্ষে।

মার্কিন ঋণের ডলার মাথায় নিয়ে,
জন্ম নিলেম বৃথা বিক্রিত এই ভারতবর্ষে।
জন্মিয়েই বাঁচার সংগ্রাম,
করে যাই দিনরাত অবিরত,
ভণ্ডের শেষ অত্যাচার,
নিশি দিন অহরহো।

সায়গণ

মহাসমারোহে বিজয় গর্বে দাঁড়িয়ে
দুরন্ত তুমি সায়গণ,
তোমার বিপ্লবী প্রানে, বিদ্রোহ জাগে সর্বক্ষণ,
রক্তে রাঙ্গা মেকং আজ উত্তাল তরঙ্গে নাচে।

তুমি জাগ্রত প্রেরণা রুপে, মেকং এর তীরে দাঁড়িয়ে,
চির অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত থাকো।
উজান বেয়ে কভু না আসে বর্বর মার্কিন।
নাক গলাতে ইন্দোচিনে, আর সায়গণ হ্যানয় ভিয়েত নামে।

সেদিন মর্মর থর থর নড় বরে কেঁপে ছিল ইন্দোচিন,
উঠেছিল জ্বলে দক্ষিণদেশে, আগুনের লাল লেলিহান।
তুমি মহান—করেছ সত্যের সন্ধান,
মুক্তি আকাশে উজ্বল ধ্রুবতারা তুমি হো-চিমিন ।

ছাড়ানি কভু স্বাধিকার তবু,
হয়ে গেছে রক্তাক্ত সবুজ মাতৃভূমী।
নিষ্ঠুর বর্ব্বর মার্কিন, কত অস্ত্রের শক্তি,
করেছো ভেঙ্গে চুরমার, হয়েছে কত রক্তারক্তি।
তুমি শান্তিতে ঘুমাও আজ,
মহা-মানব হো-চি-মিন।

এক ঝাক্ আগুণ

(প্রদীপ বিশ্বাসকে)

কলে কারখানায়—,
দিনরাত অবিরাম আঘাত করে চলেছে হাতুড়ী
আকাশ পর্য্যন্ত বাজিয়ে তোলে,
(শ্রমের মৃতুঞ্জয়ী ঘণ্টা)
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—.
গড়ে তুলেছে সে আজ ধনীর জমিদারি।
যার হাতে গড়া ঐ মস্ত ইমারত।
তার পেটে ভাত নেই,
না আছে মাথা গোজবার ঠাঁই।
বহু শতাব্দী ধরে, একটানা চলেছে,
এদের বর্বর ফ্যাসিবাদ !
তাই আজ চারদিকে বাদ প্রতিবাদ !
সারি বেঁধে বজ্রকণ্ঠে,
গন্‌গনে আগুণ যেন চলেছে এক ঝাঁক।
মাঝে মাঝে হাত গুলো ওঠা নামা ক'রে,
যেন বজ্র মুষ্ঠি ইস্পাত।
হয়তো রক্ত ঝড়বে, স্পষ্ট দেখতে পাবে।
তবু তারা ভীত নয়।
ডান বায়ে উঁকি দেয় চক্‌চকে সঙ্গিন।
রাজ পথ দিয়ে চলেছে সর্ব্বহারার কন্‌ভয়,
পাহারায় রত কালো গাড়ী গুলো,
কাঁদানে গ্যাস মাঝে মাঝে জুড়ে দেয়,
মিছিলের সম্মুখে।
ওরে শ্রমিক ওরে সর্ব্বহারা,
তোরই শ্রমে গড়া গুলি বন্দুক,
তোরই বুকে বেঁধে।